ইসলামের সাথে বৈরীতা করে কেউ রেহাই পায়নি

পীর সাহেব চরমোনাই

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর আমীর ও পীর সাহেব চরমোনাই মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, ইসলামের সাথে বৈরীতা করে ইতিহাসে কেউ রেহাই পায়নি বর্তমানে কেউ পাবে না। বর্তমান তাগুতি শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে উলামায়ে কেরামগণকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আর উলামায়ে কেরাম যখন তাগুতের সহযোগী হয়ে যায় তখন ইসলামদ্রোহী শক্তিগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে জেকে বসে। ইসলামের ধারক-বাহকগণ যখন অভিশপ্ত নারী নেতৃত্ব মেনে নেন, তখন আলাহর গজব আসাই স্বাভাবিক। তিনি তাগুতের সহযোগী ভূমিকা পরিহার করে ইসলামের পক্ষে কাজ করার জন্য উলামায়ে কেরামের প্রতি আহ্বান জানান। ইসলামকে আজ জঙ্গি প্রমাণে মরিয়া একটি গোষ্ঠী। ইসলাম জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না। এখনও উলামায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধ না হলে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

পীর সাহেব চরমোনাই আরও বলেন, একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ও আধুনিক দেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং গণ-মানুষের অধিকার আদায়ে আরো একটি সংগ্রামে উলামায়ে কেরামগণকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। একটি বৈপবিক পরিবর্তন ছাড়া এদেশের মানুষের ভাগ্যের কাক্সিক্ষত পরিবর্তন সম্ভব নয়। পরিবর্তনের এই বিপবের সূচনা করতে না পারলে জাতিকে আরো চরম খেসারত দিতে হতে পারে। কাজেই সকল হীনমন্যতা, সংকীর্ণতা আর ভয়-ভীতি ঝেড়ে ফেলে সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে সাহসিকতার সাথে সম্মুখপানে আলেম-ওলামা ও ইমাম-খতিবদের এগিয়ে যেতে হবে।

সোমবার বিকেলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কুমিলার মেঘনা উপজেলা শাখার উদ্যোগে মেঘনার মাইনকারচরস্থ একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উলামা ও সুধী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি কাজী এম. রফিকুল ইসলাম। আলহাজ্ব কফিল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মু. মোবারক হোসেন, মুফতি মাওলানা তাজুল ইসলাম, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, ডা. আবদুল জলিল, মাওলানা মু. ইসহাক ও মাওলানা হাফেজ আলআমিন প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করানো যাবে না

জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করানো যাবে না। সোমবার এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পদস্থ কর্মকর্তারা বিভিন্ন জেলা, উপজেলা বা বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে গেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এসব কারণে ক্লাস বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনায় আসতে বাধ্য করা হয়। মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা করে পরিপত্র জারি করেছে ।

পরিপত্রে আরও বলা হয়েছে, এসব সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের ওপর বিরূপ শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়ছে। বিষয়টি সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষার সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে সংশিষ্ট সবাইকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে এভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে এলে সংশিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও পরিপত্রে জানানো হয়। উলেখ্য, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন এলাকায় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী সাংসদের সংবর্ধনার জন্য শিশুদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখার ঘটনা ঘটছে। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিভিন্ন মহলে তীব্র সমালোচনা হয় । এরপরে ওই পরিপত্র জারি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জামায়াত বিএনপির সাথে আছে, থাকবে

ফখরুল

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এই স্বৈরাচারি সরকারের পতন তরান্বিত করতে জামায়াত বিএনপির সাথে আছে এবং থাকবে। জামায়াত ১৮ দলীয় জোটের অন্যতম শরিকদল। শুক্রবার বিকেলে নীলফামারী জেলা বিএনপি কার্যালয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন বর্তমানে দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড বেড়ে চলেছে। বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও বিভিন্ন মামলার আসামিদের বিচারের আওতায় না এনে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়ে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। যা পৃথিবীর কোন দেশে এ ধরণের ঘটনার নজির নেই। গত তিন মাসে ২৯৪ জন মানুষকে গুম করা হয়েছে না হয় হত্যা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এরই ধারাবাহিকতায় একতরফা নির্বাচনের পর পরেই নীলফামারীতেও আমাদের দু'জন কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। নীলফামারীতে নুরের গাড়ি বহরে হামলা মামলার প্রধান ও তিন নং আসামী বিএনপি নেতা গোলাম রব্বানী ও ছাত্রদল নেতা আতিকুল ইসলাম আতিককে কয়েকদিন আগে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা পর রাস্তার ধারে লাশ ফেলে রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, আজ আমি নিহত গোলাম রব্বানীর অবুঝ তিন শিশু ও আতিকের মায়ের সাথে দেখা করেছি। তাদের জিজ্ঞাসা ছিল কি অপরাধ ছিল তার বাবা ও সন্তানের। এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় সুষ্টু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিচার করার দাবি জানান তিনি। একই সাথে এমপি নুরের গাড়ি বহরে হামলা মামলার আসামি নিখোঁজ মহিদুল, ছকিমুদ্দীন, আব্দুল মালেক ও আব্দুল খালেকের সন্ধান দাবি করেন। মির্জা ফখরুল বলেন, এদেশে এখন গণতন্ত্রের লেশ মাত্র নেই। দেশ আজ স্বৈরশাসন ও বাকশালে পরিণত হয়েছে। জোর করে বন্দুক ও পিস্তল দিয়ে এ সরকার ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন দেখছে। জোর করে এর আগেও কেউ ক্ষমতায় থাকতে পারেনি এ সরকারেরও পারবে না। তিনি বলেন, জনগণ ও গনতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন এ সরকার রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে। রাজনৈতিকভাবে যখন পাচ্ছে না তখন বন্ধুক ও পিস্তল দিয়ে বিরোধী দলের রাজনীতি দমন করার চেষ্টা করছেন।

তিনি আরো বলেন, ভোট মানে উৎসব কিন্তু ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে কোনো উৎসব হয়নি হয়েছে সন্ত্রাস। আর এ সন্ত্রাস হয়েছে আইনশৃংঙ্খলা বাহিনী দিয়ে। বিনা ভোটের বাক্স ছিনতাই করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়ী করা হয়েছে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে গোটা দেশে দুই থেকে পাঁচ ভাগ ভোট পড়েছে। ভোটকেন্দ্রে ভোটার ছিল না ছিল কুকুর বসে। তাই গোটা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ হয়েছে ৫ জানুয়ারির নির্বাচন কোনো নির্বাচন ছিল না। আন্তজার্তিকভাবে এই নির্বাচনের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ফখরুল বলেন, ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে যেহেতু ৯৫ ভাগ মানুষ ভোট দেয়নি তাই বর্তমান সরকার বৈধ সরকার হতে পারে না। অবিলম্বে মানুষের মনের ভাষা বুঝে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিন তা না হলে ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে না।

জামায়াতের সাথে জোট প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, এই স্বৈরাচারি সরকারের পতন তরান্বিত করতে জামায়াত বিএনপির সাথে আছে এবং থাকবে। জামায়াত ১৮ দলীয় জোটের অন্যতম শরিকদল।

এর আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম জেলা বিএনপি'র সদস্য সচিব সামসুজ্জামানের বাসায় নিহত বিএনপি নেতা গোলাম রব্বানীর তিন শিশু ও ছাত্রদল নেতা আতিকের মাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করে তাদের সমবেদনা জানান।

জেলা বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক মিজানুর রহমান শামীমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি'র সদস্য সচিব সামসুজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবদলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফরহাদ হোসেন আযাদ, ছাত্রদলের ভাইস প্রেসিডেন্ট কামাল হোসেন, জেলা বিএনপি'র যুগ্ন আহবায়ক জহুরুল ইসলাম, মীর সেলিম ফারুক, রাজ্জাকুল ইসলাম রাজা, মোস্তফা হক বাচ্চু, বিএনপি নেতা আব্দুল গফুর সরকার, সাইফুল্যাহ রুবেল, ছাত্রদল নেতা আব্দুস সালাম বাবলা প্রমুখ।

Free Student Service

B1/B2/C1
We arrange B1/B2/C1 (TOEIC/City & Guilds/Cambridge/ BULATS/TOEFL) exams with lowest fees and the result in possible shortest time.

B1 & Life in the UK
We arrange B1 exam for settlement and citizenship application. We also assist for life in the UK test preparation.

ACCA & CIMA
We also arrange ACCA (F1/F2/F3) and CIMA (C01 to C05) exams in our own centre with lowest fees.

Tier-2 (work permit)
We help students for Tier-2 (Work permit) only those who completed BA/BSc, MBA/MSc or BA/BSc top up from UK universities.

A-trusted CAS : £600
Highly trusted CAS : £1000
University CAS : £2500
CAS with work placement in highly trusted colleges. (OTHM and Health & Social Care)

BA/BSc, MBA/MSc admission to universities in London:
Cardiff Metropolitan University
Trinity Saint David University
University of Sunderland
Anglia Ruskin University
University of Chester
University of Ulster
Glyndwr University
BPP University

UK/EU Citizens Study Loan
We help UK/EU citizens for getting study loan and grants from Student Finance England and ensure admission to UKBA approved colleges in London, Birmingham, Manchester, Luton and Oxford.

BA/BSc, MA/MBA/MSc top up:
Anglia Ruskin University at LSM
Greenwich University at Blake Hall College
Staffordshire University at BITE
Central Lancashire University at LSBF
University of Wales and Birmingham City University

Talent Learning Academy (TLA)
232A Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1BJ
www.tlacademy.co.uk E-mail: tlacademy@hotmail.co.uk
Phone: 020 3305 6046
Mob: 07904805306/07852408064